ভোরের কাগজ

তারিখ ...15 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম ...2.....

কুমুদিনী কলেজ ছাত্রীদের প্রতি

পত্রিকায় পড়েছি গত ২৮ অক্টোবর চার শিক্ষকের বদলির আদেশ বাতিলের দাবিতে আপনারা কুমুদিনী কলেজের ছাত্রীগণ, কলেজের কাছে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রায় দীর্ঘ ৩ ঘন্টা ঐ সড়কে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীসময়ে গোলযোগের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন ও ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

বোনেরা, আপনারা এখনো শিক্ষার্থী। অবশ্যই আপনারা এখন আমাদের সময়কালের চেয়ে অনেক বেশি গণতন্ত্র বুঝেন, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তবে মনে রাখবেন, গণতান্ত্রিক অধিকার বা ছাত্রছাত্রী হিসেবে অধিকার যাই বলুন না কেন, অধিকারের অন্য দিকটি হচ্ছে দায়িত্ব বা কর্তব্য। যাকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে অধিকার অর্জন করা যায় না। এই বয়সে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন। যারা আপনাদের শিক্ষাদানে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তারা যদি আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবননাশের জন্য অন্যায় শিক্ষাদান করেন যেমন নকল করতে শেখান, ক্লাসে পাঠ শিক্ষাদান না করে দলীয় রাজনীতি করতে বাধ্য করেন বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন, এমন সব ঘটনার প্রতিবাদ আপনারা করতে পারেন এবং এসব ব্যাপার নিয়ে আপনাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ারও অধিকার আপনাদের আছে। যদি আপনাদের কর্তৃপক্ষকে আপনাদের আদেশ-নির্দেশ অনুসারেই চালাতে চান তাহলে তো আপনাদের এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসাটাই ভুল। কারণ এখানে যারা আসে তাদের শিক্ষার মনোভাব না থেকে যদি শিক্ষকতার মনোভাব থাকে তাহলে চাকরি নিয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিন।

কিন্তু বলবেন কি, আপনাদের অবরোধের কাছে যারা জিম্মি হয়ে দীর্ঘ ৩ ঘন্টা কাটিয়েছেন রাস্তার যানজটে পড়ে, তাদের অপরাধটা কোথায়? তাদের জিম্মি করে আপনাদের লাভটা কোথায় হয়েছে? কলেজে পড়ছেন এখন আপনারা। দুদিন পর সমাজের কোনো না কোনো স্থানে গিয়ে জীবনের হাল ধরবেন। কলেজে অর্থাৎ বিদ্যার্জনের জন্য এসে আপনারা কি আন্দোলনের মাধ্যমে আপনাদের কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন যার ফল এখনই ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ নিরীহ মানুষকে, এমনকি পথচারীদেরও? তাহলে ভবিষ্যতে আপনারা কি করে দেশের ও দশের মঙ্গলে নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করবেন?

রোজলিন কস্তা
হটলাইন বাংলাদেশ
বক্স-৫, ঢাকা-১০০০।